Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

সংগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ পুনর্নির্মাণে সহায়তা করছে তুরস্ক

স্টাফ রিপোর্টার: তুরস্কের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সহযোগিতা সংস্থা আইডিডিইএফ-এর আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হবে। এই মসজিদ কমপ্লেক্সে শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আইডিডিইএফ-এর আন্তর্জাতিক সমন্বয়ক সালাইউদ্দিন সিল্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ পুনর্নির্মাণ আমাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা। শিগগিরই এই অত্যাধুনিক মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের দীর্ঘদিনের একটি প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই নির্মাণ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি তুরস্কের আইডিডিইএফ-এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার সংস্কারে সহযোগিতা করায় তিনি তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। পরে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এ বিষয়ে এক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। (১১-এর পৃষ্ঠার ৬ কলাম)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১২-এর পৃ: ৫-এর ক: পর)

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স-এর সম্ভাব্য নকশা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বৈঠকে অবহিত করেন।

এ সময় আল মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যান হাফেজ মাওলানা হামজা শহিদুল ইসলাম, পিকেএসএফ-এর ডিএমডি মো. হাসান খালেদসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ডিজিটাল সার্ভে ও চূড়ান্ত নকশা প্রণয়নের কাজ চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আইডিডিইএফ কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর শিগগিরই নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা (টিকা)-এর মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, টিকার আর্থিক সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিক্যাল সেন্টারের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। রোগ নির্ণয় ও উন্নত থেরাপিউটিক পরিষেবার জন্য টিকা এই মেডিক্যাল সেন্টারে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎকর্ষ সাধন এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণাগারে একটি অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ (এএফএম) স্থাপন করবে। জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং রোগী পরিবহনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে টিকা একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স সরবরাহ করবে।

The Bangladesh Today

Faculty of Earth and Environmental Sciences, University of Dhaka has been awarded the Dean's Award for three years (2021, 2022, and 2023). The award-giving ceremony was held at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Building of the University. Photo: TBT

Faculty of Earth and Environmental Sciences, DU honors 57 students, 8 teachers with Dean's Award

TBT REPORT

The Dean's Award Ceremony of the Faculty of Earth and Environmental Sciences, University of Dhaka for session 2021, 2022 & 2023 was held at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Building of the University on last Thursday. 57 students from four departments of the faculty (Geography and Environment, Geology, Oceanography and Disaster Science, and Climate Resilience Department) received the Dean's Award. In addition, 8 teachers were given Dean's Awards in four categories for their unique contributions to research.

Dean of the Faculty of Earth and Environmental Sciences, Professor Dr. Kazi Matin Uddin Ahmed, presided over the program, and Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest. Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Sayema Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed, and Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury were present as special guests. Emeritus Professor of the Department of Geography and Environment Dr. Nazrul Islam was present as the guest of honor. The vote of thanks was expressed by the Chairman of the Department of Geography and Environment, Professor Dr. Md. Shahidul Islam. The parents of the students were also part of the program.

The program began with the national anthem. A pleasant cultural program was also organized by the students of the faculty. Later, a documentary on the research activities of the faculty was presented.

In the ceremony 22 teachers and one officer were also given special awards for their research excellence and publishing article in the Q-1 Journal.

Speaking as the chief guest at the event, Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan said, "We are very happy to be able to give this prestigious award to the students and teachers. At the same time, we are very much happy to have the guardians with us in the program. In fact, the guardians are also a part of us."

The Vice Chancellor said, "One of the foundations of talent is hard work. It should be remembered that many people contributed behind your success. You have maintained the long-standing tradition of Dhaka University. This is our pride. Such initiatives repeatedly remind us of our main work."

The Vice Chancellor further said that "despite many limitations, we have been able to give recognition to students to some extent through this event. However, it is important to give time to family along with studies. The balance of family and academic life will further enrich the future."

Speaking as a special guest, Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Sayema Haque Bidisha said that "this program is a source of great pride for our university. Being able to recognize merit is truly a kind of achievement. As a teacher, it is a great success when students are achieving in various fields. The contribution of parents behind this achievement can never be forgotten."

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবি ক্যারিয়ার ইনসাইটস্ শীর্ষক সেমিনার

আলোকিত ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের উদ্যোগে 'আইবি ক্যারিয়ার ইনসাইটস্' শীর্ষক সেমিনার ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গতকাল শনিবার বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

The New Age

Dhaka University international business department holds a seminar titled IB Career Insights at the Professor Abdullah Faruk Multipurpose Hall of DU faculty of business studies on Saturday. — Press release

The Daily Star

DUCSU POLLS

BGCS pledges to end 'gono rooms' at dormitories

Panel unveils manifesto

DU CORRESPONDENT

The Boishommo Birodhi Shikkharthi Sangsad panel, of Bangladesh Gonotantrik Chhatra Sangsad (BGCS), yesterday announced its manifesto for the upcoming Ducsu election, vowing to transform Dhaka University into a research-based institution and to prioritise political freedom on campus.

BGCS was formed after the fall of the Sheikh Hasina-led Awami League government on August 5 last year. Many of its members were directly involved in the July uprising that paved the way for political change.

SEE PAGE 5 COL 6

STUDENTS' UNION ELECTIONS

Want to free Ducsu from political interference

VP candidate Shameem tells Star

SHARIF M SHAFIQUE

Shameem Hossen, an independent candidate for the vice-president (VP) post, said he has entered the Ducsu election race to transform it into a platform for students, free from the control and interference of political parties.

In an interview with The Daily Star, Shameem, a master's student in the Department of English, said, "Since independence, what we have seen in the name of student politics is bloodshed. After 1990, Ducsu was sent to the museum, deliberately, to silence students' voices. This was because Ducsu always challenged the government."

SEE PAGE 2 COL 1

BGCS pledges to end

FROM PAGE 1

Its pledges include eradicating the long-standing culture of guest and common rooms, popularly known as "gono rooms" in the halls.

Abdul Qader, vice president candidate; Abu Baker Mojumder, general secretary candidate; and Ashrefa Khatun, assistant general secretary candidate, read out the manifesto part by part at Madhur Canteen.

According to it, a cybersecurity cell and legal support for women were proposed, along with library facilities, healthcare, and transportation services through a "One Card All Service" system. It also pledged to recover nearly 300 acres of land encroached upon by the university.

Qader said students have long been deprived of their rights, adding that some have turned the university into a cantonment, while others into a concentration camp.

The manifesto states that regular Ducsu elections will be guaranteed in the academic calendar, while party politics will be abolished in halls and on the academic field.

It also mentions in the "Academic and Administrative" section that the autonomy of the university will be ensured through democratic reforms as envisioned in the DU Ordinance 1973.

An app called "One-Stop Solution" will be developed, allowing students to complete admission, access exam results, collect admit cards, and pay tuition fees in one place.

The manifesto pledged a "One Student-One Seat" policy for fair housing allocation. It also emphasised strict action against moral policing over clothing and committed to eliminating discrimination against students from minority religions, ethnicities, and madrasas.

It further said the panel would provide high-speed internet service across campus through Starlink, launch part-time job schemes, and offer skill development training in dormitories.

Want to free Ducsu from political interference

FROM PAGE 1

He argued that political parties intend to regulate students' fate and keep the university bound within their political settlements. "The mass uprising has now given us the chance to raise these issues. Just as the state needs reform, Dhaka University also needs reform. I want to work to that end as an elected representative of students."

Reflecting on his own experience, Shameem said the reality of DU was far from the dream he once imagined. "In classrooms, students often struggle to stay awake. The library is rich, but finding the right books is difficult."

He said the administrative system is stuck in the past, despite global technological progress. "Even now, students pay fees manually at banks."

According to him, appointments of teachers and officials are based more on political loyalty than merit, while no government has ever addressed students' fundamental needs. "Accommodation, food quality, canteen conditions, and educational standards are routinely ignored," he said.

Shameem also highlighted the struggle of students who have a glorious past in leading democratic movements. "Many have to sleep on terraces, in gono rooms, or on rooftops, suffering from bedbugs. Yet no new halls are being built, nor is there any initiative to reclaim university land for students."

Pointing to the crises over accommodation, education, food, and safety, he said the root problem was a lack of accountability. "The administration is not accountable to students. Teachers have their syndicates, and officials have theirs. Reform is essential to ensure accountability. Even if all changes cannot be achieved in one year, we can set an example. We will bring the Ducsu elections into the university calendar, and will not allow any Senate meeting without elected student representatives."

Explaining why he chose to run independently, Shameem said every student has leadership potential. "I considered joining a panel, but realised I would not be able to fully carry out my ideas if I stayed within one."

If elected, he plans to establish a website and media cell where students can file complaints, alongside forming hall-based sub-committees to create an effective student network.

"Look at Oxford and Cambridge, students there contest elections based on quality. If students here believe in my capability and connect with my vision, I believe they will vote for me," he said.

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

ডাকসু নির্বাচনে সদস্য প্রার্থী হেমা চাকমা শনিবার কার্জন হলে ভোটের প্রচার চালান ।প্রবা ফটো

নোটের আদলে ভোটের প্রচারপত্র ডাকসুতে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

- বাগছাসের ইশতেহার ঘোষণা ৮ প্রস্তাবনায় ৫০ দাবি
- চার দিন ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটারদের মন জয় ও আকৃষ্ট করতে চমকপ্রদ বিভিন্ন প্রচারকৌশল বেছে নিয়েছেন প্রার্থীরা। তারই অংশ হিসেবে ক্যাম্পাসে টাকা, ডলারসহ বিভিন্ন নোটের আদলে প্রার্থীদেরকে প্রচারপত্র বিলি করতে দেখা যায় গতকাল শনিবার। এদিকে ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস)। ইশতেহারে ৮টি প্রস্তাবনায় মোট ৫০ দফা দাবি উপস্থাপন করে তারা। এদিকে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষে চার দিন সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গতকাল শনিবার বেলা ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার ঘোষণা করে দলটি। এ সময়, বাগছাস-সমর্থিত 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের, জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার ও এজিএস প্রার্থী আশরেফা খাতুন যথাক্রমে ইশতেহার পাঠ করেন।

প্রথম প্রস্তাবনা : একাডেমিক ক্যালেন্ডারে নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন নিশ্চিত করা, হল ও একাডেমিক অঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক কাঠামো বন্ধ করা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও জুলুমের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা : গণতান্ত্রিক সংস্কার, প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগের স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন, ওয়ান স্টপ সলিউশন ও প্রশাসনিক ভবনের অধিকাংশ কাজ 'পেপারলেস' করা।

এ ছাড়াও, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের পরিধি বৃদ্ধি, আধুনিক ক্লাসরুম ও পাঠদানের জন্য ক্লাসে ডিজিটাল উপকরণ নিশ্চিত, ল্যাব ফ্যাসিলিটির আধুনিকায়ন, শিক্ষক মূল্যায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল রাস্তা ও হলের সম্মুখভাগ আলো ও সিসিটিভির আওতায় নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রাকসুর ইতিহাসে প্রথম নারী ভিপি প্রার্থী তাসিন

● পৃষ্ঠা ৩

নোটের আদলে ভোটের প্রচারপত্র ডাকসুতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তৃতীয় প্রস্তাবনা : 'ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান সিট' নীতিমালার বাস্তবায়ন, 'ওয়ান কার্ড অল সার্ভিস'-এর মাধ্যমে লাইব্রেরি একসেস, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন সেবা, ক্যান্টিন সেবা, হলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এ ছাড়া, শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন ও সকল শিক্ষার্থীর জন্য ল্যাপটপ নিশ্চিতে প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সুদবিহীন লোনের ব্যবস্থা করা।

চতুর্থ প্রস্তাবনা : দাড়ি-টুপি, বোরকা-হিজাবসহ পোশাক ও আঞ্চলিকতা কেন্দ্রিক মোরাল পুলিশিং এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, জাতিসত্তা ও মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা শিক্ষার্থীদের 'অপরায়ন' ও বৈষম্য বন্ধ করা।

পঞ্চম প্রস্তাবনা : 'স্টারলিংক'-এর মাধ্যমে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা এবং সকল একাডেমিক বিল্ডিং ও হলকে এডুরোমের মাধ্যমে ফ্রি ও ফাস্ট ইন্টারনেটের আওতায় নিয়ে আসা।

এ ছাড়াও রয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জন্য পৃথক চক্রাকার বাসের ব্যবস্থা করা, 'ওয়ান কার্ড অল সার্ভিস' সেবা চালু, ডাকসু ও টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ার খাবারে ভর্তুকি প্রদান ও মান বৃদ্ধি করা, সোশ্যাল সায়েন্স, মোকাররম ও কাজী মোতাহার হোসেন ভবনে ক্যান্টিন ক্যাফেটেরিয়া স্থাপন করা।

ষষ্ঠ প্রস্তাবনা : সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ও সায়েন্স লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, ২৪ ঘণ্টা লাইব্রেরি সেবা নিশ্চিত, ই-লাইব্রেরি চালু করা এ এফবিএসের ডেটা সেন্টার চালু করা। এ ছাড়া, ক্যারিয়ার ক্লাব প্রতিষ্ঠা, আউটসোর্সিং ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বিজনেস ও উদ্যোক্তাদের জন্য হাব তৈরি করা।

সপ্তম প্রস্তাবনা : বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মিউজিয়াম এবং কালচারাল সেন্টার তৈরি, আধুনিক গেমরুম - জিমনেসিয়াম স্থাপন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে বরাদ্দ বৃদ্ধি, হলভিত্তিক খেলার মাঠগুলোকে সংস্কার ইত্যাদি।

অষ্টম ও শেষ প্রস্তাবনা : টিএসসি, সেন্ট্রাল মসজিদসহ অন্যান্য জায়গায় মেয়েদের নামাজের স্থান প্রসারিত করা, অনাবাসিক মেয়েদের হলে নারী শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার দেওয়া, কমন স্পেসগুলো নারীবান্ধব করা , ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নিশ্চিত করা, ইত্যাদি।

ঢাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষে চার দিন সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার) থেকে ১০ সেপ্টেম্বর (বুধবার) পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

এদিকে, ঢাবি প্রশাসনের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, আমি কল্পনাও করতে পারি না যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ইউনিয়নের নির্বাচন হবে, আর তার জন্য প্রশাসন চার দিন ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করবে।

নোটের আদলে লিফলেট ছাপিয়ে প্রচার

ডাকসুর প্রচারণা এখন তুঙ্গে। সব শিক্ষার্থীর কাছে নাম ও ব্যালট নাম্বার পৌঁছাতে বেগ পেতে হচ্ছে প্রার্থীদের। এই অবস্থায় কয়েকজন প্রার্থী নিয়েছেন অভিনব কৌশল। ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে টাকা ও ডলারের আদলে লিফলেট বানিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন।

আচরণবিধি অনুযায়ী, প্রার্থীরা যেকোনো হ্যান্ডবিল, পোস্টার ও লিফলেট বিলি করতে পারবেন। তবে ক্যাম্পাসের কোথাও এগুলো টানানো কিংবা সাঁটানো যাবে না। এ অবস্থায় প্রচারে ব্যতিক্রমী কৌশল নিয়েছেন কেউ কেউ। এদের একজন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আরাফাত হোসেন। সদস্যপদে প্রার্থী হয়েছেন তিনি। তার ব্যালট নাম্বার ১৭০। তিনি বাংলাদেশের এক হাজার টাকার নোটের আদলে লিফলেট ছাপিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন ।এই ব্যালটের সামনের অংশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক'-এর জায়গায় লেখা হয়েছে 'ডাকসু ভোট ব্যাংক'। এই লিফলেটের এক জায়গায় লেখা হয়েছে- 'চাহিবামাত্র ইহার প্রার্থীকে একশত সত্তর ব্যালটে ভোট দিয়ে বাধিত করবেন'। আসল নোটে যেখানে গভর্নরের নাম লেখা থাকে, সেখানে ব্যালটে লেখা হয়েছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী মো. আরাফাত হোসেন'।

প্রতিদিনের সংবাদ

ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালালের মুক্তি দাবি

■ পেকুয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, পেকুয়ার সন্তান, ডাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী জালাল আহমদকে মব সৃষ্টি করে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকার জনসাধারণ ও ছাত্র-জনতা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে পেকুয়া চৌমুহনী ক্রেমলিন চৌধুরী প্লাজা মার্কেটের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় পেকুয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোছাইন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র জালাল আহমদকে অন্যায়ভাবে মহসিন হল থেকে মব সৃষ্টি করে মারধর করে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এরপর ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে মেধাবী ছাত্র জালাল আহমদের মুক্তি দাবি করছেন। সেই সঙ্গে তার ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানান।

The Asian Age

No classes, exams at DU from Sept 7 to 10 for Ducsu polls

Socialist leaders will contest DUCSU polls

DU Correspondent, AA

Leaders and activists believing in the socialist ideology will contest in the upcoming elections in Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) from a panel named "Protirodh Parshad" (Resistance Council).

Students belonging to Protirodh Parshad addressed a press conference a couple of days ago at Modhur Canteen in Dhaka University. Protirodh Parshad unveiled the list of its full panel for the DUCSU polls during the press conference.

Sheikh Tasnim Afroz (Emi) has been nominated from Protirodh Parshad to vie for the Vice President post in DUCSU elections. Megh Mollar Basu will contest for the General Secretary post while Jabir Ahmed Jubel has been named for the Joint General Secretary post.

Mozammel Haque, Nuzia Hasan, Akash Ali, Liton Tripura, Ninad Khan, Nayeem Uddin, Faria Matin, Maliha Tabassum etcetera have been selected to compete for some other posts in the DUCSU elections.

সমকাল

ফলাফলে শিক্ষকের বৈষম্যের শিকার ৬০% শিক্ষার্থী

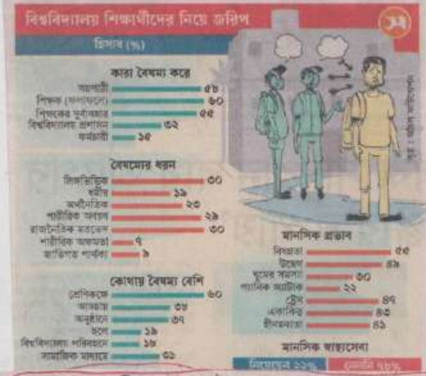

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হন ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী। চলতি বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত তিন মাস দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে ফলাফলে বৈষম্যের পাশাপাশি শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী।

সহপাঠী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও কর্মচারীদের দ্বারাও শিক্ষার্থীরা বৈষম্যের শিকার হন বলে জরিপে উঠে এসেছে। শিক্ষার্থীরা প্রধানত লিঙ্গভিত্তিক, ধর্মীয়, শারীরিক ও জাতিগত বৈষম্যের শিকার হন বলে জরিপে দেখা গেছে। সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ৪২ শতাংশ তরুণ-তরুণী বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তাদের মধ্যে ছাত্রী ৫১ ও ছাত্র ৪৮ শতাংশ।

বৈষম্যের কারণে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, একাকিত্ব ও পড়াশোনায় অনেকেই মনোযোগহীনতায় ভুগছেন।

গতকাল শনিবার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত জরিপ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানায় আঁচল ফাউন্ডেশন। জরিপে পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের এক হাজার ১৭৩ শিক্ষার্থী অংশ নেন। জরিপে অংশগ্রহণকারী

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ফলাফলে শিক্ষকের বৈষম্যের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন ১৯ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়ছেন মেডিকেল কলেজে।

জরিপে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, যা ৬০ শতাংশ। এ ছাড়া হলে ১৯, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৩৭ এবং বন্ধুদের মধ্যকার আড্ডায় ৩৮ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনে এ হার ১৬ শতাংশ। ক্যাম্পাসের বাইরেও বৈষম্য ছড়াচ্ছে– সামাজিক মাধ্যমে ৩১ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন।

কারা বেশি দায়ী

জরিপ অনুযায়ী, সহপাঠীরাই সবচেয়ে বেশি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন, যা প্রায় ৫৮ শতাংশ। পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ ছাড়া শিক্ষকদের খারাপ আচরণের শিকার হতে হয়েছে ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে। লিঙ্গভিত্তিক কারণে ৩৩ শতাংশ এবং ধর্মীয় বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। শারীরিক অক্ষমতার কারণে ৭ শতাংশ এবং জাতিগত পার্থক্যের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণে প্রায় ২৩ শতাংশ, শারীরিক অবয়বের কারণে ২৯ শতাংশ এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থীর বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। বৈষম্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে দায়ী করেছেন ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে শিক্ষার্থী দায়ী করেন প্রায় ১৫ শতাংশ।

কোথায় বেশি বৈষম্য

জরিপে বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যের জায়গাগুলো বিশ্লেষণ করেছে সংগঠনটি। দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, যা মোট হিসাবের ৬০ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বা ডরমিটরিতে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৩৭ শতাংশ এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডায় বৈষম্যের শিকার ৩৮ শতাংশ। প্রায় ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এর বাইরে লাইব্রেরি, ক্যান্টিন, পরীক্ষার হলেও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা। ক্যাম্পাসের বাইরে সামাজিক মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ৩১ শতাংশ। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৪৪ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ ও পুরুষ শিক্ষার্থী ৫০ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

বাড়ছে মানসিক সমস্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যের শিকার ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীর মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে মানসিক সমস্যার বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা গেছে। ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিষণ্ণতার লক্ষণ অনুভব করছেন, উদ্বিগ্নতা অনুভব করেছেন ৪৯ শতাংশ, ৩০ শতাংশ ভুগছেন ঘুমের সমস্যায়। ২২ শতাংশ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন তাদের প্যানিক অ্যাটাকের তীব্রতা বেড়েছে। স্ট্রেস বা চাপ অনুভব করছেন ৪৭ শতাংশ। একাকিত্ব অনুভব করেছেন ৪৩ শতাংশ এবং ৪১ শতাংশ শিক্ষার্থী জানান, তারা হীনম্মন্যতায় ভুগছেন। এসব কারণে ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছেন না ২১ শতাংশ এবং ক্লাস করেও পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছেন না ৩১ শতাংশ।

প্রশাসনিক পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়

বৈষম্যের শিকার হওয়ার পর মাত্র ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে ৭৫ শতাংশই জানান, তারা কোনো ধরনের অভিযোগ দেননি। অভিযোগ দেওয়ার পর প্রশাসন সঠিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন ১১ শতাংশ শিক্ষার্থী। ৪৪ শতাংশ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় সহায়তা করলেও তাদের পদক্ষেপ ছিল অকার্যকর। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সহায়ক ছিল না বলে জানিয়েছেন ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে চান না অনেকে

বৈষম্যের শিকার হয়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, যেমন কাউন্সেলিং ও থেরাপি নিয়েছেন মাত্র ২২ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং তাদের সমস্যাও কমেছে। বাকি ৭৮ শতাংশই কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেননি। সেবা না নেওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ যেমন– মানসিক সেবা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, সামাজিক টাবু বা লজ্জা, কোথায় সেবা পাওয়া যাবে তা না জানা এবং আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কথা জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সাদেকুল ইসলাম সাদেক বলেন, জীবন কখনও একভাবে চলবে না। এটি মানতে হবে যে, আনন্দের পাশাপাশি সমস্যাও আসবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। মানসিকভাবে নিজেকে ঠিক মনে না হলে কোনো দ্বিধা না করে সহায়তা নিতে হবে। সমস্যাকে বাড়তে দেওয়া যাবে না। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মানসিক সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ছাত্র সংসদের প্রতি আহ্বান

ব্যক্তি পর্যায়ে বৈষম্যের ক্ষেত্রে কোনো আইন নেই বলে উল্লেখ করেন জনস্বার্থ অ্যাক্টিভিস্টদের আইনজীবী হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, যেহেতু আইন নেই, তাই বৈষম্য দূর করার কাজ আমাদের প্রত্যেকের। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্য দূর করতে ছাত্র সংসদগুলো খুব শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থীরা এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস তারা দিতে পারেন।

আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রস্তাব

স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনের প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্রম মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং, বৈষম্য ও হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি ও টিম গঠন ও কঠোর আইন প্রণয়ন, প্রতিটি বিভাগে অভিযোগ বাক্স রাখা ও নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা অভিযোগ সেল গঠন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থান দিকনির্দেশনায় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার চালু এবং সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বৈষম্য রোধ করা যাবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন আঁচল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা তানসেন রোজ, পারসপেক্টিভের নির্বাহী সম্পাদক সিদ্দিকুল্লাহ সিফাত এবং যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ফেরদৌস বাবুল।

বিশেষজ্ঞ মত

জরিপের ফলাফলের বিষয়ে জানতে চাইলে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাহবুব কামরুজ্জামান মাসুমনার সমকালকে বলেন, আমাদের সমাজে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য গভীরভাবে প্রোথিত। বিশ্ববিদ্যালয়েও তার প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষকদের খারাপ আচরণ এবং সহপাঠীর বৈষম্যমূলক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ক্যাম্পাসে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রশাসন ও ছাত্র সংসদ উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে।

অধ্যাপক কামরুজ্জামান বলেন, ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের কারণে মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ভুগছেন– এটি উদ্বেগের ব্যাপার। বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, ঘুমের সমস্যা বা হীনম্মন্যতা তাদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ জীবনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত কাউন্সেলিং, মেন্টাল হেলথ হটলাইন এবং পেশাদার থেরাপিস্ট নিয়োগ এখন সময়ের দাবি।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হাসনুল বান্না বলেন, বৈষম্য প্রতিরোধে কোনো নির্দিষ্ট আইন না থাকায় ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব নীতিমালা তৈরি করতে পারে, যেখানে বৈষম্য ও হয়রানির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির স্বচ্ছ ব্যবস্থা থাকবে। নীতিমালা ছাড়া প্রশাসন দায় এড়ানোর সুযোগ পায়।

তিনি বলেন, যতক্ষণ না আমরা বৈষম্যকে শিক্ষাব্যবস্থার বড় সংকট হিসেবে স্বীকার করছি, ততক্ষণ এটি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী সেল, অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি এবং নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক করা উচিত। সরকার এ বিষয়ে কঠোর গাইডলাইন দিতে পারে।